দৈনিক ইনকিলাব ৭৩

তারিখ ... JAN 29 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ .....

মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে অপতৎপরতা

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাস্তব জীবনে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চলার পক্ষপাতী এবং মেনে চলেনও। তারা আধুনিক বিজ্ঞানকেন্দ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাকেও সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ দুটোই পরীক্ষিত সত্য। যখনই ধর্মের ওপর আঘাত এসেছে, ধর্মীয় শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দেয়ার অপতৎপরতা চলেছে; তখনই এদেশের মানুষ বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং রুখে দিয়েছে সব ধরনের অপতৎপরতা। কারণ ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার সম্পর্ক তাদের আত্মার সাথে, অস্থি-মজ্জার সাথে। এসবই হল ইতিহাসের বাস্তবতা। কিন্তু, তারপরও ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন সময়ে অশুভ তৎপরতা ও চক্রান্ত পরিচালিত হয়নি বা হচ্ছে না—এককথায় তা বলা যাবে না। কেননা, ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীরা নানারূপে, নানা ছদ্মবেশে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশও তাদের তৎপরতার আওতাভুক্ত। এখানেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে নানাভাবে সক্রিয় রয়েছে তাদের এজেন্টরা। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের যেখানেই ইসলামের কল্যাণময়তা বিকাশের এবং মুসলমানদের উন্নয়ন-অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেখানেই ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ তথা ইসলামের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছে। তাদের এই কৌশল বা কূটচাল এমনই যে, কখনো কখনো প্রশাসন যেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তেমনি জনগণের একাংশ হয়ে পড়ে দ্বিধান্বিত। কিন্তু, চক্রান্তকারীদের লক্ষ্য স্থির এবং একটিই। আর তাহলো, ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ সম্পর্কে জন-মন বিষিয়ে তোলা। পরিণতিতে যাতে এই শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ বর্জনের মাধ্যমে অপশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও দূষিত মূল্যবোধ জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেয়া সহজতর হয়ে ওঠে। আর তা করা সম্ভব হলে জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি ঠেকিয়ে দেয়া যাবে এবং দেশটি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর তথা বিদেশীদের স্থায়ী বাণিজ্যিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে পরিণত হবে। অন্যদিকে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের দরুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতি কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এটা জাতির প্রাণশক্তি বিনষ্ট করার চক্রান্ত, এক গুরুতর ষড়যন্ত্র। অতি সম্প্রতি এ রকম একটি চক্রান্তেরই আভাস লক্ষণীয় হয়ে ওঠছে। দেশের কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার প্রতি মানুষের মন বিষিয়ে তোলার লক্ষ্যে ঢালাওভাবে মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষাকে কটাক্ষ, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদেরকে গ্রেফতার এবং আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের কাজটি অবাধে করা হচ্ছে। ফলে, বিভিন্ন মহল আজ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, একশ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চক্রান্তে লোকদের জড়িত করছেন। এরকম ক্ষেত্রে সর্বত্র নাক গলানোর অভ্যাস যাদের বহুজাতিক কোম্পানী ও বিদেশী দাতাদের অর্থে লালিত সেই বেসরকারী সংস্থাগুলোর নিষ্ক্রিয় থাকার কথা নয়। ফলে, মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অপবাদ ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে জোরেশোরে। ইসলামী শিক্ষা খাতে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র বৈদেশিক সাহায্যকেও এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এ যেন মারাত্মক অপরাধ। অথচ, এনজিওদের মাধ্যমে এর চেয়ে বহু বহুগুণ বেশী বৈদেশিক সাহায্য নির্বিবাদে ব্যয় হচ্ছে শিক্ষা খাতে এটা চোখে পড়ে না, ফলাও করে বর্ণনার বিষয়ও হয় না। কারণ, তাদের লক্ষ্য শুধু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বন্ধ করার ক্ষেত্র তৈরী করা। আন্তর্জাতিক ইসলামবিদ্বেষী চক্র ও তাদের এদেশীয় দোসরদের ইসলাম ও মুসলামানদের বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের একটি পর্যায় যেন লক্ষণীয় হয়ে ওঠছে আজ এদেশে।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা শিক্ষা ও আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ, বিদ্বেষ ও বিষোদগার করা হচ্ছে, সেই ঘটনার সুবিচার সকলেরই কাম্য। আর এ কারণে সকলেই চায়, কথিত এই ঘটনায় আশু বিচার বিভাগীয় সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন হোক এবং প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করে যথারীতি শাস্তির ব্যবস্থা গৃহীত হোক। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই অধিকার সংরক্ষণ করা। যে বা যাদের দ্বারাই এই অধিকার লংঘিত হোক, তাকে বা তাদেরকে অবশ্যই বিচারের মোকাবিলা করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশও নেই। কিন্তু বিচারাধীন বা সম্ভাব্য ব্যক্তি বিশেষের জন্য তার শ্রেণীর প্রতি ঢালাও কটাক্ষ, বিদ্বেষ বা বিষোদগারের কোনো নৈতিক অবকাশ নেই। এমনকি, বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত বিচারাধীন কোনো ব্যক্তিকেও কটাক্ষ করার আইনগত অনুমোদন নেই। আলোচ্য ঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া প্রকাশকালে এই জরুরী বিষয়গুলো বিবেচনার আওতায় আসছে না এ জন্যই যে, সংশ্লিষ্টদের মূল লক্ষ্য কথিত এ ঘটনার সুবিচার নয়; বরং ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জনমন বিষিয়ে তোলে এদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষাকে চিরতরে উচ্ছেদ করা। দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষ ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র বেশীদিন মুখ বুঁজে সইবে—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।